Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

সচিত্র সাধন-বিজ্ঞান চিত্রাবলী নং ৭

কপি রাইট রেজিষ্টারী করা।

মূলাধার পদ্মম্।

"আধারে প্রথমে চক্রে দ্রুত-কাঞ্চনসন্নিভে। নাসাগ্রদৃষ্টিরাত্মানং ধ্যাত্বা যোগী সুখী ভবেৎ॥ "শ্রুতিঃ।"

অথাধার পদ্মং সুষুম্নাখ্যলগ্নং।
ধ্বজাধো গুদোর্দ্ধে চতুঃশোণ পত্রং॥
অধোবক্ত্র মুদ্যৎ সুবর্ণাভবর্ণৈ।
বঁকারাদি সান্তৈ র্যুতং বেদবর্ণৈঃ॥

অমুষ্মিন্ ধরায়া শ্চতুষ্কোণচক্রং।
সমুদ্ভাসি শূলাষ্টকৈ রাবৃতন্তৎ;
লসৎ পীতবর্ণং তড়িৎকোমলাঙ্গং।
তদন্তে সমাস্তে ধরায়াঃ স্ববীজং॥

চতুর্ব্বাহু-ভূষো গজেন্দ্রাধিরূঢ়ো।
তদঙ্কে নবীনার্কতুল্য-প্রকাশঃ॥
শিশুঃ সৃষ্টিকারী লসদ্বেদবাহু।
র্মুখাম্ভোজলক্ষী শ্চতুর্ভাগবেদঃ॥

বসেদত্র দেবীচ ডাকিন্যভিখ্যা।
লসদ্বেদ বাহূজ্জ্বলা রক্ত নেত্রা॥
সমানোদিতানেক-সূর্য্য-প্রকাশা।
প্রকাশং বহন্তী সদাশুদ্ধবুদ্ধেঃ॥

বজ্রাখ্যা বক্ত্র দেশে বিলসতি সততং
কর্ণিকা মধ্যসংস্থং।
কোণং তৎত্রৈপুরাখ্যং তড়িদিব বিলসৎ
কোমলং কামরূপং॥
কন্দর্পো নাম বায়ু র্বিলসতি সততং
তস্য মধ্যে সমন্তাৎ।
জীবেশো বন্ধু জীবপ্রকর মভিহসন্
কোটিসূর্য্যপ্রকাশঃ॥

তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রুত কণক কলা
কোমলঃ পশ্চিমাস্যো।
জ্ঞান ধ্যান প্রকাশঃ প্রথমকিসলয়া
কার রূপঃ স্বয়ম্ভুঃ॥
উদ্যৎ পূর্ণেন্দু বিম্ব প্রকর করচয়
স্নিগ্ধ সন্তান হাসী।
কাশীবাসী বিলাসী বিলসতি সরিদা-
বর্ত্তরূপঃ প্রকাশঃ॥

তস্যোর্দ্ধে বিসতন্তু সোদর লসৎ
সূক্ষ্মা জগন্মোহিনী।
ব্রহ্মা দ্বার মুখং মুখেন মধুরং
সাচ্ছাদয়ন্তী স্বয়ং॥
শঙ্খাবর্ত্তনিভা নবীন চপলা
মালা বিলাসাস্পদা।
সুপ্তা সর্প-সমা শিরোপরি লসৎ-
সার্দ্ধ ত্রিবৃত্তাকৃতিঃ॥

কূজন্তী কুলকুণ্ডলী চ মধুরং
মত্তালি-মালাস্ফুটং।
বাচঃ কোমল-কাব্যবন্ধ-রচনা
ভেদাদি ভেদ ক্রমৈঃ॥
শ্বাসোচ্ছ্বাস বিবর্ত্তনেন জগতাং
জীবো যয়া ধার্য্যতে।
সা মূলাম্বুজ-গহ্বরে বিলসতি
প্রোদ্দামদীপ্তাবলিঃ॥

তন্মধ্যে পরমা কলা তিকুশলা
সূক্ষ্মা তিসূক্ষ্মা পরা।
নিত্যানন্দ পরম্পরা তিচপলা
মালা, লসদ্দীধিতিঃ॥
ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহ মেব সকলং
যদ্ভাসয়া ভাসতে।
সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে
নিত্য-প্রবোধোদয়া॥

"ষট্‌চক্র।"

শিব উবাচঃ—
মায়াশক্তি র্মহেশানি ভুজগাকার রূপিণী। লিঙ্গচ্ছিদ্রং স্বযক্তুণ সমাচ্ছাদ্য সদাস্থিতা। সুশিঙ্ঘংব্রহ্মসদনং নাসোপরি সু-সুন্দরং। বামভাগে চ সাবিত্রী বেদমাতা সুরেশ্বরী।
তয়ের বেষ্টিতং লিঙ্গং সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি॥ ইচ্ছাবীজং যত্রাস্তে লিঙ্গস্য বামদেশকে॥ তত্রৈব নিবসেদ্ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতিঃ॥ তস্যাঃ প্রসাদমাসাদ্য সৃষ্টিং বিতনুতে সদা॥
"নির্ব্বাণতন্ত্র।"

শিব উবাচঃ—
পাতাল-সপ্তকস্যোর্দ্ধে ব্রহ্মপদং মহেশ্বরি। পদ্মমধ্যে বীজকোষে ক্ষিতিচক্রং মনোহরং। জম্বুদ্বীপং মধ্যদেশে চতুষ্কোণং মনোহরং। ইন্দ্ররূপং হি লংবীজং গজেন্দ্রবাহনং শিবে।
আধারচক্রংতৎপদ্মং ধরামধ্যে চতুর্দ্দলং॥ বলয়াকার রূপেণ সমুদ্রাঃ সপ্তসংস্থিতাঃ॥ ত্রিকোণং মদনাগারংকন্দর্পশ্চাধিদেবতা॥ ত্রিকোণে মদনাগারে লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ॥
"নির্ব্বাণতন্ত্র।"

ধ্যাত্বৈতন্ মূলচক্রান্তরবিবরলসৎ কোটি-সূর্য্য-প্রকাশং; বাচামীশো নরেন্দ্রঃ স ভবতি সহসা সর্ব্ববিদ্যা-বিনোদী।
আরোগ্যং তস্য নিত্যং নিরবধিচ মহানন্দচিত্তান্তরাত্মা; বাক্যৈঃ কাব্যপ্রবন্ধৈঃ সকলসুরগুরূন্ সেবতে শুদ্ধশীলঃ॥ "ষট্‌চক্র।"

ইহা সাম্য অব্যক্ত প্রকৃতির ক্ষিতিতত্ত্ব। ক্ষিতিতত্ত্বের গুণ-গন্ধ, চতুর্ব্বিধ। এইজন্য এই পদ্ম, চতুর্দ্দলে অনন্ত (সীমাশূন্য) চতুর্দ্দিঙ্‌মণ্ডল
গুহ্যমূলের দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে, মেরুদণ্ডের মজ্জা অভ্যন্তরে, এই মূলাধার পদ্ম বা ভূর্লোক। এই পদ্মের বীজ কোষ বলয়াকারে ক্ষিরোদাদি সপ্ত সমুদ্র বেষ্টিত। "অর্থাৎ ব্যষ্টি জীব চৈতন্য, তাহার স্থূল দেহক্ষেত্রে বুদ্ধি, মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়
পরিব্যাপ্ত। এবং ঐ গন্ধ, প্রকৃতির অবিনশ্বর অবস্থা—বাদি সান্ত অক্ষর চতুষ্টয়ে শোভিত। অবিদ্যা জনিত অষ্ট পাশে অর্থাৎ অষ্টশূলে শোভিত ঐ চতুর্দ্দিঙ্‌মণ্ডল রূপ চতুর্ভুজ ক্ষেত্র মধ্যে আবদ্ধ। এই ক্ষেত্র মধ্যে অষ্টপাশবদ্ধ জীবাত্মার
এই সপ্ত সমুদ্র সদৃশ জ্ঞান সত্তার মধ্যে অবস্থিত। তদাত্মকজ্ঞানে জীবাত্মা, সংসার রূপ স্থূলদেহে, অন্য পার্শ্বে পৃথ্বীবীজ লং, তাহার বীজ মূর্ত্তি ঐরাবৎ পৃষ্ঠে ঐশ্বর্য্য দেবতা ইন্দ্র-ক্রোড়ে ব্রহ্মা, চতুর্ম্মুখে বেদ ও চতুর্ভুজে জপমালা,
অবস্থা নিয়ত বিষয় কামনায় রজোগুণে সচঞ্চল, তাই কামনারূপিনী ডাকিণী রক্তবর্ণে আরক্ত নেত্রে দোলায়মানা। কামনা চঞ্চল জীব, এই নশ্বর পৃথিবীতে সংসার মোহে মুগ্ধ হইয়া অনিত্য ঐশ্বর্য্য কামনা করে; তাই মোহ মদমত্ত বারণ ঐরাবৎ পৃষ্ঠে, ঐশ্বর্য্য দেবতা ইন্দ্র।
কমণ্ডলু, বর ও অভয় ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার ক্রোড়ে বেদমাতা সাবিত্রী। যোনী অনুরূপ বিধি নিষেধের অধীন হইয়াই পরিচালিত হয়, তাই সৃষ্টি দেবতা ব্রহ্মা, চতুর্ম্মুখে বেদ বিধি ধারণে অবস্থিত।
জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ রূপে বিভক্ত হইয়া জীব, পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ ধারণে জগতে আসিয়া, এই বুদ্ধিতত্ত্ব বা প্রাণশক্তি, ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞান ধর্ম্মশীল, এই ত্রিতয় ধর্ম্মাত্মকে, জীবের বুদ্ধি, বিষয়কামনায়
তাঁহার ক্রোড়ে বেদমাতা সাবিত্রী বা গায়ত্রী দেবী। এই দেবীই জীবের আদিমাবস্থা বুদ্ধিতত্ত্বের, শব্দ ব্রহ্ম স্বরূপিণী প্রাণশক্তি। তাই পরা ও অপরা প্রকৃতির সন্ধিস্থান—এই আধার পদ্মে, কাম বীজ
বিমুগ্ধ হইয়া অপরা প্রকৃতির অবিদ্যা জনিত রজোগুণাত্মক ত্রিগুণে আবদ্ধ, ও উগবৎ কামনায় পরা প্রকৃতির জ্ঞান বৈরাগ্য জনিত সত্ত্ব গুণাত্মক ভগভাবে তন্মিলনে মুক্ত হয়, কুল কুণ্ডলিনী রূপে অবস্থিতা। এই জীবাত্মা বা
"ক্লীং" শোভিত রক্তবর্ণকামক্ষেত্রের মধ্যস্থানে, পরা প্রকৃতির অর্দ্ধশক্তি, আর অপরা প্রকৃতির ত্রিগুণ শক্তির সম্মিলনে সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে প্রাণাত্মা বা চিৎচৈতন্যস্বয়ম্ভুলিঙ্গ-বেষ্টিতজীবাত্মা, প্রাণায়াম অভ্যাস করিলেই, কুলকুণ্ডলিনীর বেষ্টন খুলিয়া যায়,
কুলকুণ্ডলিনীর স্বরূপ জ্ঞান জনিত ধ্যান ও বৈরাগ্যের ধর্ম্মে ঐ অষ্ট পাশ উপেক্ষায়, বেদমাতা সাবিত্রী বা গায়ত্রীর স্মরণ লইলেই, অর্থাৎ অজপা হংসের গতিবিচ্ছেদে, যথা স্থানে যথোল্লিখিতভাবে আধারপদ্ম সহ কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিলে,
অর্থাৎ জীবাত্মা, অবিদ্যা জনিত কর্ম্ম-সংস্কার রূপ পাশ বন্ধন কাটাইয়া মুক্ত বা চৈতন্য যুক্ত হইয়া, প্রাণাত্মার স্বধাম হৃৎপুণ্ডরীকে প্রণবাকারে গতি লাভ করেন। অপিচ তিনি নিরোগ হইয়া অহর্নিশি মহানন্দে শুদ্ধভাবে, কাব্য
সাধক সেই ধ্যান ফলে বৃহস্পতির ন্যায় সৎপাণ্ডিত্য, অর্থাৎ নরেন্দ্রত্ব অর্থাৎ মনুষ্য সমাজে সম্মানার্হ এবং সর্ব্ব বিদ্যা বিনোদিদের সহসা অধিকার প্রাপ্ত হয়েন।
প্রবন্ধ রচনা দ্বারা, সুর গুরু (বৃহস্পতি) প্রভৃতি বুধগণকেও প্রীতিযুক্ত করেন।

১নং সরকার লেনস্থ, বেঙ্গল আর্টষ্টুডিয়োর প্রোপ্রাইটর
ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর, এফ. আর. জি. এস,
মহোদয়ের সাহায্যে প্রকাশিত।

যোগপ্রকাশ

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

...ন বিজ্ঞান চিত্রাবলী নং ৮

প্রাণ যজ্ঞ বা অন্তঃ প্রাণায়াম।

কপিরাইট রেজেষ্টারী করা।

গায়ত্রীং শিরসা সার্দ্ধং সপ্তব্যাহৃতি পূর্ব্বিকাম। ত্রির্জপেৎ সদশো দ্বারাং প্রাণায়ামোযমুচ্যতে॥

ঈড়া সুষুম্নাং মেধ্যাঞ্চ পিঙ্গলাং নলিনাং বুধাঃ।
নাড়ী ষট্ কঞ্চ যোগেন নিরুধ্যচ প্রযত্নতঃ॥
মূলাধারঃ স্বাধিষ্ঠানং মণিপুরং অনাহতং।
বিশুদ্ধং পরমাত্মাখ্যং ষটচক্রঞ্চ নিরুধ্যচ॥

লঙ্ঘনং কারয়িত্বা চ তৎ ষটচক্রং ক্রমাদ্বিধিঃ।
ব্রহ্মরন্ধ্রং সমানীয় বায়ু পূর্ণং চকারহ॥
নিরুধ্য বায়ুং মেধ্যান্তাং সমানীয় হৃদাম্বুজং।
তং বায়ুং ভ্রাময়িত্বা চ যোতায়ামাস মধ্যমাং॥

"ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।"

সম আসন আসীনঃ সমকায়ো যথা সুখম্।
হস্তাবুৎসঙ্গ আধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ॥
প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পুরকুম্ভক রেচকৈঃ।
বিপর্য্যয়েণাপি শনৈরভ্যসেন্নির্জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

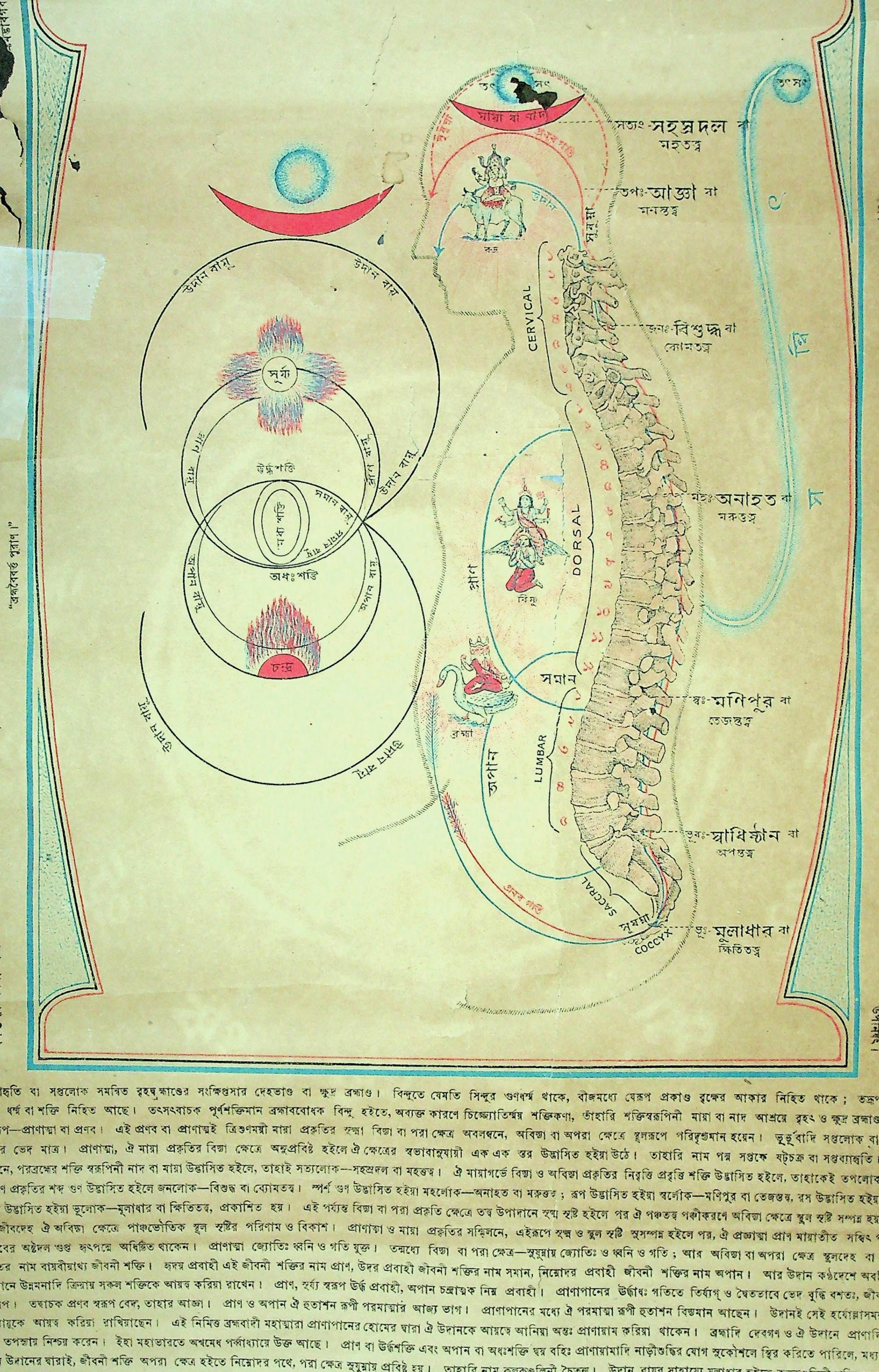

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং॥

গীতা।

সমেত্য সর্ব্বাণি কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যান নির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেৎ নিগূঢ়বৎ॥
প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥

যৎস্বর্ণবা যোনিগতস্থমূর্ত্তির্নির্দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।
সম্যগ এবেন্ধন যোনিগ্রহস্তদ্বোভয়ং বৈপ্রণবেন দেহে॥
সর্ব্বাঙ্গং প্রণবস্যাঙ্গং নষ্টং বেদ স বেদবিৎ।
প্রাণায়ামঃ পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামঃ পরঃ শিবঃ॥

প্রাণায়ামঃ পরো বিষ্ণুঃ পরমাত্মস্বরূপকঃ।
তস্মাত্তু পূরকো জ্ঞেয়ঃ কুম্ভকো বিষ্ণুরুচ্যতে॥
রেচকস্তু তথা দেবো রুদ্রৈশ্বরস্তু পরঃ শিবঃ।
মুখনাসিকয়োর্মধ্যে বায়ুসঞ্চারগোচরে॥

উপনিষৎ।

সপ্তব্যাহৃতি বা সপ্তলোক সমন্বিত বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্তসার দেহভাণ্ড বা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। বিন্দুতে যেমতি সিন্দুর গুণধর্ম্ম থাকে, বীজমধ্যে যেরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষের আকার নিহিত থাকে; তদ্রূপ ক্ষুদ্র দেহ ভাণ্ডে, বৃহদ্ব্রহ্মাণ্ডের গুণ ধর্ম্ম বা শক্তি নিহিত আছে। তৎসৎবাচক পূর্ণশক্তিমান ব্রহ্মাববোধক বিন্দু হইতে, অব্যক্ত কারণে চিজ্জ্যোতির্ম্ময় শক্তিকণা, তাঁহারি শক্তিস্বরূপিনী মায়া বা নাদ আশ্রয়ে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড রূপে পরিণত হয়। ইঁহারি নাম ও রূপ—প্রাণাত্মা বা প্রণব। এই প্রণব বা প্রাণাত্মই ত্রিগুণময়ী মায়া প্রকৃতির সূক্ষ্ম বিদ্যা বা পরা ক্ষেত্র অবলম্বনে, অবিদ্যা বা অপরা ক্ষেত্রে স্থূলরূপে পরিদৃশ্যমান হয়েন। ভূর্ভুবাদি সপ্তলোক বা সপ্তব্যাহৃতি বিদ্যা বা পরা প্রকৃতির স্তর ভেদ মাত্র। প্রাণাত্মা, ঐ মায়া প্রকৃতির বিদ্যা ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইলে ঐ ক্ষেত্রের স্বভাবানুযায়ী এক এক স্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাহারি নাম পদ্ম সপ্তকে ষট্চক্র বা সপ্তব্যাহৃতি। ঐ চিজ্জ্যোতির্ম্ময় প্রাণাত্মার সম্মিলনে, পরব্রহ্মের শক্তি স্বরূপিনী নাদ বা মায়া উদ্ভাসিত হইলে, তাহাই সত্যলোক—সহস্রদল বা মহত্তত্ত্ব। ঐ মায়াগর্ভে বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রকৃতির নিবৃত্তি প্রবৃত্তি শক্তি উদ্ভাসিত হইলে, তাহাকেই তপলোক—আজ্ঞা বা মনস্তত্ত্ব বলে। পরে ঐ গুণ প্রকৃতির শব্দ গুণ উদ্ভাসিত হইলে জনলোক—বিশুদ্ধ বা ব্যোমতত্ত্ব। স্পর্শ গুণ উদ্ভাসিত হইয়া মহর্লোক—অনাহত বা মরুত্তত্ত্ব; রূপ উদ্ভাসিত হইয়া স্বর্লোক—মণিপুর বা তেজস্তত্ত্ব, রস উদ্ভাসিত হইয়া ভুবর্লোক-স্বাধিষ্ঠান বা আপতত্ত্ব, গন্ধ উদ্ভাসিত হইয়া ভূলোক—মূলাধার বা ক্ষিতিতত্ত্ব, প্রকাশিত হয়। এই পর্য্যন্ত বিদ্যা বা পরা প্রকৃতি ক্ষেত্রে তত্ত্ব উপাদানে সূক্ষ্ম সৃষ্টি হইলে পর ঐ পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চীকরণে অবিদ্যা ক্ষেত্রে স্থূল সৃষ্টি সম্পন্ন হয়। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সংসার বা জীবদেহ ঐ অবিদ্যা ক্ষেত্রে পাঞ্চভৌতিক স্থূল সৃষ্টির পরিণাম ও বিকাশ। প্রাণাত্মা ও মায়া প্রকৃতির সম্মিলনে, এইরূপে সূক্ষ্ম ও স্থূল সৃষ্টি সুসম্পন্ন হইলে পর, ঐ প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ মায়াতীত সম্বিৎ পথে চিদ্ চৈতন্য দীপ কলিকাকারে জীবের অষ্টদল গুপ্ত হৃৎপদ্মে অধিষ্ঠিত থাকেন। প্রাণাত্মা জ্যোতিঃ ধ্বনি ও গতি যুক্ত। তন্মধ্যে বিদ্যা বা পরা ক্ষেত্র—সুষুম্নায় জ্যোতিঃ ও ধ্বনি ও গতি; আর অবিদ্যা বা অপরা ক্ষেত্র স্থূলদেহ বা ইড়া পিঙ্গলায় মাত্র গতি। এই গতির নাম বায়বীয়াখ্য জীবনী শক্তি। হৃদয় প্রবাহী এই জীবনী শক্তির নাম প্রাণ, উদর প্রবাহী জীবনী শক্তির নাম সমান, নিম্নোদর প্রবাহী জীবনী শক্তির নাম অপান। আর উদান কণ্ঠদেশে অবস্থিতি পূর্ব্বক শরীরের প্রতি সংযোগ স্থানে উন্নমনাদি ক্রিয়ায় সকল শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া রাখেন। প্রাণ, সূর্য্য স্বরূপ ঊর্দ্ধ প্রবাহী, অপান চন্দ্রাত্মক নিম্ন প্রবাহী। প্রাণাপানের ঊর্দ্ধাধঃ গতিতে তির্য্যগ্ ও দ্বৈতভাবে ভেদ বুদ্ধি বশতঃ, জীবাত্মার সংসার গতি। পরমাত্মা অগ্নিস্বরূপ। তদ্বাচক প্রণব স্বরূপ বেদ, তাহার আজ্য। প্রাণ ও অপান ঐ হুতাশন রূপী পরমাত্মার আজ্য ভাগ। প্রাণাপানের মধ্যে ঐ পরমাত্মা রূপী হুতাশন বিদ্যমান আছেন। উদানই সেই হর্ষোল্লাসময় পরম ব্রহ্ম, উদানই প্রাণাদি সমস্ত বায়ুকে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এই নিমিত্ত ব্রহ্মবাদী মহাত্মারা প্রাণাপানের হোমের দ্বারা ঐ উদানকে আয়ত্বে আনিয়া অন্তঃ প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ঐ উদানে প্রাণাদির অন্তর্ভাব করিয়া পরমাত্মা প্রাপক তপস্যায় নিশ্চয় করেন। ইহা মহাভারতে অশ্বমেধ পর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত আছে। প্রাণ বা ঊর্দ্ধশক্তি এবং অপান বা অধঃশক্তি দ্বয় বহিঃ প্রাণায়ামাদি নাড়ীশুদ্ধির যোগ সুকৌশলে স্থির করিতে পারিলে, মধ্য শক্তির প্রকাশ হয়। ঐ শক্তির আশ্রয়ে উদানের দ্বারাই, জীবনী শক্তি অপরা ক্ষেত্র হইতে নিম্নোদর পথে, পরা ক্ষেত্র সুষুম্নায় প্রবিষ্ট হয়। তাহারি নাম কুলকুণ্ডলিনী চৈতন্য। উদান বায়ুর সাহায্যে মূলাধার হইতে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্না পথে ঊর্দ্ধগত হইয়া নাভিমণিপুরে ব্রহ্মার ধ্যানে, হৃদি অনাহতে বিষ্ণুর ধ্যানে, ললাট আজ্ঞায় রুদ্রের ধ্যানে সপ্তব্যাহৃতি সহ, সশিরস্ক গায়ত্রী মন্ত্রে প্রণবাকারে ঊর্দ্ধ অধঃ ও মধ্য প্রদেশে বারংবার আবর্ত্তিত হইয়া অন্তঃ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ইহা সম্পূর্ণ সত্য বা সহস্রদল কমল মধ্যস্থ মহৎ বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সত্ত্বের অর্থাৎ শ্রীগুরু কৃপা সাধ্য। সেই শ্রীগুরু কৃপা ও আদেশে সচিত্র সাধন বিজ্ঞান পুস্তকে এই নিগূঢ় সাধন রহস্য যথাসাধ্য বিবৃত করিয়াছি।

১নং সরকার লেনস্থ, বেঙ্গল আর্টষ্টুডিয়োর প্রোপ্রাইটর
স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর, এফ. আর. জি. এস
মহোদয়ের সাহায্যে প্রকাশিত।

সচিত্র সাধন-বিজ্ঞান কার্য্যালয়।
(বেঙ্গল আর্টষ্টুডিও বিল্ডিং) ১ নং সরকার লেন, কলিকাতা।
টেলিফোন নং ২৫২৪।

যোগপ্রকাশ

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri. Equipment: Heritage Foundation, Jalgaon
CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

কপি রাইট রেজিষ্টারী করা।

স্বাধিষ্ঠান পদ্মম্।

"তত্রৈব স্বাধিষ্ঠানাখ্যমপ্ চক্রং, ব্রহ্মণা মরুত্বদীশ্বরর্ষিভিঃ স্তূয়মানঃ সহশক্ত্যা ভগবাংস্তদ্বেত্থঃ ॥" "শ্রুতিঃ"

শিব উবাচ,—

এতৎ পদ্মস্যোর্দ্ধদেশে ভীমাথ্যং পঙ্কজং শুভম্।
পত্র ষট্কং তথা বৃত্তং চতুর্দ্বারি বিভূষিতম্ ॥
পদ্মমধ্যে বীজকোষে ভুবোলোকং মনোহরম্।
বীজকোষস্ত বাহ্যেতু বেষ্টিতং তোয়মণ্ডলম্ ॥

প্রমাণং সুন্দরং তোয়ং যথা ক্ষীরোদসাগরম্।
ধূম্রস্তু জ্যোতিবাকারং কোটিচন্দ্রসমপ্রভম্ ॥
বলয়াকাররূপেণ সুশুভ্রং তোয়মণ্ডলম্।
গঙ্গাদি সরিদঃ সর্ব্বাস্তত্রৈবভাস্তিসুন্দরি ॥

সিন্দুর সদৃশং রক্তবর্ণেন ভূষিতং সদা।
তত্তোর্দ্ধে নিবসেদ্বিষ্ণুঃ শ্রীবাণীবাসদক্ষিণে ॥
মহাসত্ত্বময়ং লোকং বেদবাহু বিরাজিতম্।
পীতাম্বরঃ শান্তমূর্ত্তির্বনমালাবিভূষিতঃ ॥

বিষ্ণুশব্দো বিষ্ণুগণঃ বৈষ্ণবো বিষ্ণুরূপকঃ।
বিষ্ণুনাম বিনা নাস্তি বৈকুণ্ঠে পরমেশ্বরি ॥
বৈকুণ্ঠস্ত দক্ষভাগে গোলোকং সর্ব্বমোহনম্।
তত্রৈব রাধিকা দেবী দ্বিভুজো মুরলীধরঃ ॥

ইন্দ্রাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বে যথা সর্ব্বঃ প্রপশ্যতি।
তথৈব ভূমিপাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি স্তুতি হেতবে ॥
বেদগানং প্রকুর্ব্বন্তি চতুর্ব্বক্ত্রেণ বেধসা।
মালবেনৈবরাগেণ সামগানং সদাপ্রিয়ে ! ॥
"নির্ব্বাণতন্ত্র।"

সিন্দুর-পূর-রুচিরারুণ-পদ্ম মন্যং।
সৌষুম্ন-মধ্য-ঘটিতং ধ্বজমূলদেশে ॥
অঙ্গচ্ছদৈঃ পরিবৃতং তড়িদাভবর্ণৈঃ।
বাদ্যৈঃ স বিন্দু লসিতৈশ্চ পুরান্দরান্তৈঃ ॥

তস্যাঙ্কদেশেকলিতো হরিরেব পায়ান্
নীল প্রকাশ রুচির শ্রিয় মাদধানঃ ॥
পীতাম্বরঃ প্রথম যৌবন গর্ব্বধারী।
শ্রীবৎস কৌস্তভ ধরো ধৃতবেদবাহুঃ ॥

অস্যান্তরে প্রবিলসৎ বিশদ প্রকাশ-
মম্ভোজ মণ্ডল মথো বরুণস্য তস্য ॥
অর্দ্ধেন্দু রূপ লসিতং শরদিন্দুশুভ্রং।
বংকারবীজ মমলং মকরাধিরূঢ়ং ॥

অত্রৈব ভাতি সততং খলুরাকিনী সা।
নীলাম্বুজোদর সহোদর কান্তি শোভা ॥
নানায়ুধোদ্যতকরৈর্লসিতাঙ্গ-লক্ষ্মীঃ।
দিব্যাম্বরাভরণ ভূষিত মত্তচিত্তা ॥
"ষট্‌চক্র"

শিব-উবাচ,—

মুরারে মুরলীগানাৎ সর্ব্বস্তালঃ প্রজায়তে।
বদন্তী মুরলীগানং কুরু কান্ত ! প্রমোহনম্ ॥

যেন শব্দেন কামস্য উৎপত্তির্জায়তে সদা।
তদ্রাগৈঃেব তত্তালং কুরু গানং প্রযত্নতঃ ॥

এব মানন্দসংযুক্তা মহাবেশবিলাসিনী।
বামভাগে সদাভাতি রাধিকা ভক্ত বৎসলা ॥ "নির্ব্বাণতন্ত্র।"

শিব-উবাচ,—

আদৌ রাধাং ততঃ কৃষ্ণং জপন্তি যে চ মানবাঃ ॥
মদ্গতিং চৈবতেষাং হি দাস্যামি নাত্র সংশয়ঃ ॥

গুরুণা ভাবমার্গেণ, মন্ত্রমার্গেণচৈবহি।
যে জনা মাং ভজন্ত্যেব তে নরা মৎসমাঃ সদা ॥

ভক্ত্যা বা প্যথবাভক্ত্যা জপন্তি যুগলং যদি।
তবভক্তিং প্রদাস্যামি মদ্গতিং শৃণু রাধিকে ॥ "নির্ব্বাণতন্ত্র।"

স্বাধিষ্ঠানাখ্যমেতৎ সরসিজমমলং চিন্তযেদ্‌যোমনুষ্যস্তস্যাহঙ্কার দোষাদিক সকল রিপুঃ ক্ষীয়তে তৎক্ষণেন।
যোগীশঃ সোঽপি মোহাদ্ভুত তিমিরচয়োভানুতুল্য প্রকাশো ; গদ্যৈঃ পদ্যৈঃপ্রবন্ধৈর্বিরচয়তি সুধা কাব্যসন্দোহলক্ষ্মীং ॥ "ষট্‌চক্র।"

লিঙ্গমূলে সমসূত্রে মেরুদণ্ডের মজ্জা অভ্যন্তরে সুষুম্নায়, এই স্বাধিষ্ঠান পদ্ম বা ভুবোলোক। ইহা সাম্যা অব্যক্তা পরা প্রকৃতির অপঞ্চীকৃত অপ্‌ স্তর। এই স্তরে ষড়্‌দল কমল, স্বয়ং শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান হেতু, স্বাধিষ্ঠান নামে অভিহিত। এই পদ্ম সিন্দুর সদৃশ রক্তবর্ণ ষড়্‌দলে বিকসিত। এই ষড়্‌দল, ষড়্‌রস বা শ্রীভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের আশ্রয়। পরমব্রহ্ম শ্রীভগবানের চিজ্জ্যোতিঃ কণা জীব, পার্থিব ঐশ্বর্য্য উপেক্ষায়, অর্থাৎ মূলাধার চক্রভেদে, সর্ব্বপ্রথমেই তাহার উপরি উক্ত ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ মাধুর্য্যশক্তির রস ধর্ম্মে উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। এই ষড়্‌দল বাদিলান্ত, এই অক্ষর ষট্‌ক, অর্থাৎ উক্ত ষড়্‌রস বা ঐশ্বর্য্যের অক্ষর (অবিনশ্বর) অবস্থা। এই পদ্মের বীজকোষ, চতুর্দ্বারে শোভিত ও ক্ষীরোদ সমুদ্রে বেষ্টিত। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, পরমার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার জীব ভগবৎ সাধনার অধিকার লাভ করে বলিয়াই ইহার চতুর্দ্বার। শ্রীভগবানের ক্রিয়াশক্তি সত্ত্বগুণাত্মক মহত্তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইলে, ঐ সত্ত্বগুণ চন্দ্রমণ্ডলবৎ সুশুভ্র তোয় মণ্ডলে ক্ষিরোদ সমুদ্র স্বরূপে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রাখে, প্রকৃতিও, সত্ত্বাত্মক জ্ঞানদেবী ও ঐশ্বর্য্যদেবী বাণী ও লক্ষ্মী রূপে ঐ পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়েন। ইনিই ব্যষ্টি জীবসমষ্টির, অন্তর্য্যামী ক্ষিরোদশায়ী বিষ্ণু বা নারায়ণ। তাই ইনি রসধর্ম্মী জীব সত্তাবাচক মকরারূঢ়। সাধনানুরাগে শ্রীগুরু কৃপায় মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনী জাগরিতা বা চৈতন্যময়ী হইলে, জীব বা সাধক কামজয়ে (আত্মস্বাধীনে) সত্ত্ব বা জ্ঞানাত্মক যে স্থিতি লাভ করেন, সেই স্থিতি শক্তিই রাকিনী, এই শক্তিবলে সাধক মায়া বা অবিদ্যা প্রসূতা সমস্ত বাধা বিঘ্ন খণ্ডন করিয়া উত্তরোত্তর সাধনানুরাগ সম্পন্ন হয়েন, তাই রাকিনী দেবী নবঘনশ্যামরূপে নানা অস্ত্রে উদ্যতহস্তা। সাধনানুষ্ঠানে সাধকের জ্ঞানে এই ভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে, সাধকের সকল কুণ্ঠা বিগত হওয়ায় তাঁহাকে বৈকুণ্ঠের অধিকারী করে, এই বৈকুণ্ঠের দক্ষ ভাগে, শিব, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, নারদাদি দেব বাঞ্ছিত, পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের তুরীয়ধাম গোলক। এই পদ্মে ধ্যান প্রতিষ্ঠিত হইলে, সাধকের অহং অভিমান সহ, ষড়-রিপু জয়ে (আত্মাধীনে) বিগত মোহে, হৃদয়ে জ্ঞান সূর্য্য, নবোদিত দিবাকরের ন্যায় উদিত হয়, তাহাতে তিনি গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধাদি কাব্য রচনায় উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তি লাভ করেন।

— নং সরকার লেনস্থ, বেঙ্গল আর্টষ্টুডিয়োর প্রোপ্রাইটর
ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর, এফ. আর. জি. এস.
মহোদয়ের সাহায্যে প্রকাশিত।

যোগপ্রকাশ

কপি রাইট রেজেষ্টারী করা

"নাভিমধ্যে স্থিতং পদ্মং নালং তস্য দশাঙ্গুলম্। কোমলং তস্য তন্নালং নির্ম্মলঞ্চাপ্যধোমুখম্ ॥" শ্রুতিঃ।

শিব-উবাচ,—

এতৎপদ্মক্রোড়দেশে মহাপদ্মং সুদুর্লভং।
দশপত্রং নীলবর্ণং সহজং গৌররূপকং ॥
ডাদি ফান্তৈঃ সচন্দ্রৈশ্চ পঙ্কজাতিশোভনং।
তন্মধ্যে বীজকোষে চ নিবসতি বহ্নিবীজং ॥
বাহ্যে তত্ত্রিপুরাখ্যং নবতপননিভং স্বস্তিকং।
স্বস্থে কোথামিদং দেবি সর্ব্বদেবপ্রপূজিতং ॥

রকারং বহ্নিবীজঞ্চ সদেবো মেষ বাহনং।
রুদ্রালয়ং হি তত্রৈব মহামোহস্য নাশনং ॥
ভদ্রকালী মহাবিদ্যা বামভাগে সুশোভিতা।
ভদ্রকালী মহাবিদ্যা সদা সংহারকারিণী ॥
ব্রহ্মণা সৃজ্যতে লোকঃ পাল্যতে বিষ্ণুরূপিণা।
পরো দেবো রুদ্ররূপঃ সদা সংহারকারকঃ।

সংহরেদ্রুদ্ররূপস্তু ভদ্রকালিকয়া সহ।
রুদ্রস্য ভাবনাদ্দেবি কিংনসিদ্ধতি ভূতলে ॥
যদ্রূপং কথিতং পূর্ব্বং গোলোকং সর্ব্বমোহনং।
তস্মাদ্বৈ সর্ব্বতোভাবে রুদ্রলোকং চতুর্গুণং ॥
মহামোক্ষপ্রদং নিত্যং রুদ্রং ভস্মাঙ্গভূষণং।
ভদ্রকালী মহাবিদ্যা রুদ্রস্য বামদেশকে ॥

ততঃ কালীং মহাবিদ্যামনেনৈব মুরলীধরঃ।
আরাধ্য বহুযত্নেন বৈকুণ্ঠে হ্যভিপোঽভবৎ ॥
গোলকাধিপতির্দ্দেবি স্তুতিভক্তিপরায়ণঃ।
কালীপাদপ্রসাদেন সভবেল্লোকপালকঃ।
লোকানাং রক্ষনার্থায় সর্ব্বকোমুরলীধরঃ।
সমারাধ্য ভদ্রকালীং গোলকে হ্যবসৎ সদা ॥
প্রসাদং কালিকায়াশ্চ বিষ্ণুনা ভুজ্যতে সদা।
অতশ্চ পালকো বিষ্ণুর্মহামন্ত্রপরায়ণঃ ॥ "নির্ব্বাণতন্ত্র।"

রুদ্রাখ্যো যত্র সিদ্ধোঽস্তি সর্ব্বমঙ্গলদায়কঃ।
তত্রস্থা লাকিনী নাম্নী দেবী পরম ধার্ম্মিকা ॥
তস্যাং ধ্যানং সদা যোগী করোতি মণিপূরকে।
তস্য পাতাল সিদ্ধিঃ স্যান্নিরন্তরম সুখাবহা ॥

ঈপ্সিতঞ্চ ভবেল্লোকে দুঃখরোগবিনাশনম্।
কালস্য বঞ্চনঞ্চাপি পরদেহপ্রবেশনম্ ॥
জাম্বুনদাদিকরণং সিদ্ধানাং দর্শনং ভবেৎ।
ওষধি দর্শনঞ্চাপি নিধীনাং দর্শনং ভবেৎ ॥ "শিবসংহিতা।"

ধ্যায়েন্মেষাধিরূঢ়ং নবতপননিভং বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গং তৎক্রোড়ে রুদ্রমূর্ত্তির্নিবসতি সততং শুদ্ধসিন্দূররাগঃ ॥
ভস্মালিপ্তাঙ্গভূষাভরণ সিতবপু র্বৃদ্ধরূপী ত্রিনেত্রঃ লোকানা মিষ্টদাতাভয়লসিতকরঃ সৃষ্টিসংহারকারী ॥ "ষটচক্র।"

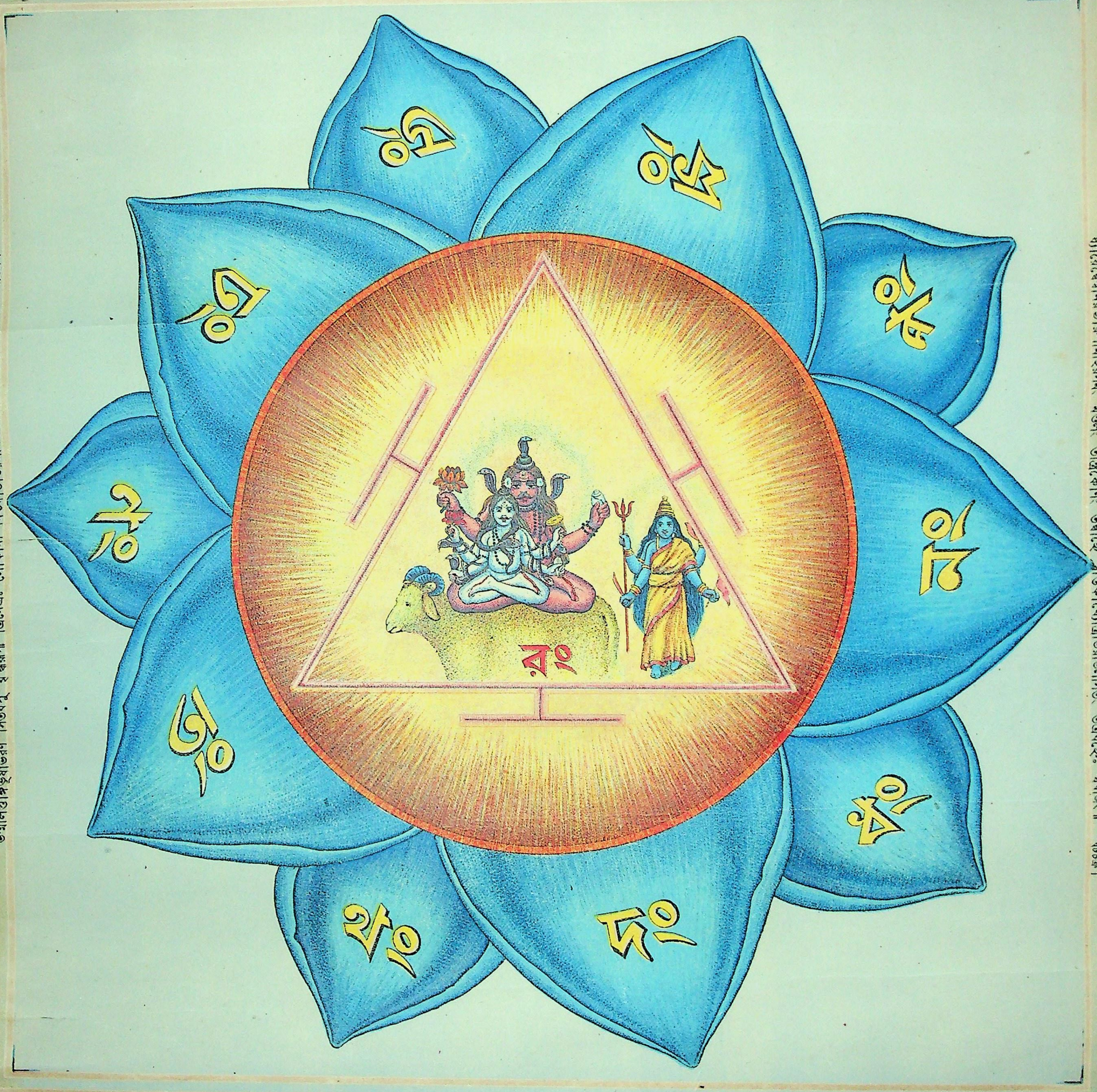

তস্যোর্দ্ধে নাভিমূলে দশদললসিতে পূর্ণমেঘপ্রকাশে নীলাম্ভোজপ্রকাশৈরুপহিতজঠরে ডাদিফান্তৈঃ সচন্দ্রৈঃ ॥
ধ্যায়েদ্বৈশ্বানরস্যারুণমিহিরসমং মণ্ডলং তত্ত্রিকোণং তদ্বাহ্যে স্বস্তিকাখ্যৈস্ত্রিভিরভিলসিতং তত্র বহ্নেঃ স্ববীজং ॥ "ষটচক্র।"

অত্রাস্তে লাকিনী সা সকলশুভকরী বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গী শ্যামা পীতাম্বরাদ্যৈর্বিবিধবিরচনালঙ্কৃতা মত্তচিত্তা ॥
ধ্যাত্বৈবং নাভিপদ্মং প্রভবতি সুতরাং সংহৃতৌ পালনেবা বানীতস্যাননাজে বিলসতি সততং জ্ঞানসন্দোহলক্ষ্মীঃ ॥ "ষটচক্র।"

নাভি মূলের সমসূত্রে মেরুদণ্ডের মজ্জা অভ্যন্তরে সুষুম্নায় এই মণিপুর পদ্ম বা স্বঃ লোক। ইহা সাম্যা অব্যক্তা পরা প্রকৃতির তেজস্তত্ত্ব। এই পদ্ম ডাদি ফান্ত দশাক্ষর শোভিত দশদলে নীলবর্ণে বিকসিত। তেজের গুণ রূপ। পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের দিব্যচিদ্বীর্য্য কণা প্রাণাত্মা, মায়াশ্রয়ে ব্যোম ও মরুৎ স্তর হইয়া তেজস্তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইলে, দশ দিঙ্মণ্ডলে দশধা সঞ্চারিত থাকিয়া প্রাণাত্মাসহ, রূপ প্রকৃতির ঐ আদিম অবস্থাই অবিনশ্বর অক্ষর ব্রহ্ম সত্তা ডাদি ফান্ত দশাক্ষর অবলম্বনে সমষ্টি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে, বীজ মধ্যে বৃক্ষবৎ প্রসুপ্ত থাকেন। এইরূপ প্রকৃতি বা তেজস্তত্ত্বের শক্তি, ব্যষ্টি জীবদেহে নাভিমণ্ডল অবলম্বনে দশেন্দ্রিয় রূপে কার্য্যশীল হইতেছে। এই পদ্মের বীজ কোষে তেজ বীজ "রং" স্বস্তিকাখ্য ক্ষেত্র মধ্যে অবস্থিত। ঐ বীজ দেবতা মেষারূঢ় বৈশ্বানর, একহস্তে ত্রিভুবনস্থ লোক সকলের বাঞ্ছিত ফলদান ও অপর হস্তে অভয় এবং বরদান করিতেছেন। তাঁহার ক্রোড়ে রুদ্ররূপী মহাকালের আধিষ্ঠান। এই দেবতাদ্বয়ের বাম পার্শ্বে শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, পীতবাসে বিবিধাভরণ ভূষিতা লাকিনী বা ভদ্রকালীরূপা যোগিনী দেবী অধিষ্ঠিত আছেন। প্রাণাত্মার আশ্রয়ে স্থূল দেহাশ্রিত জীবাত্মা, স্বস্তিকাখ্য নিবৃত্তি ক্ষেত্রে, সংযমরূপা যোগিনী ভদ্রকালীর শক্তিতে, রূপ প্রকৃতি জয় করিতে পারিলেই তাহার ইন্দ্রিয় শক্তি স্থিতি লাভে, মৃত্যুরূপ মহাকাল তাহার ক্রোড়ীভূত হয়; অর্থাৎ মৃত্যু ইচ্ছাধীন হয়। আর প্রকৃতির রূপে বিমুগ্ধ জীবাত্মা, অজ্ঞানাচ্ছন্ন পশু-মেষের ন্যায় কামভোগ পরায়ন হইলেও তাহার নাভিস্থিত ঐ বৈশ্বানর দেবতার আশ্রয়ে আশ্রিত থাকিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস রূপ ক্ষয় মার্গে জন্ম মৃত্যু আবর্ত্তে, নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে। ইহাই ঐ দেবতাবর্গের বিজ্ঞান রহস্য। এই মণিপুরাখ্য নাভিপদ্মে, বহ্নিবীজাত্মক বৈশ্বানর ও তৎ ক্রোড়াধিষ্ঠিত রুদ্ররূপী মহাকাল এবং যোগিনী দেবীকে ধ্যান করিলে, সেই ধ্যান ফলে সাধক সৃষ্টি, সংহার ও পালনে সমর্থ হয়েন। তাঁহার মুখপদ্মে সরস্বতী বিরাজমানা থাকেন। তাহাতে তিনি জ্ঞান সম্পত্তি লাভ করেন।

১নং সরকার লেনস্থ, বেঙ্গল আর্টষ্টুডিয়োর প্রোপ্রাইটর
ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর, এফ. আর. জি. এস,
মহোদয়ের সাহায্যে প্রকাশিত।

যোগপ্রকাশ

—ন । —

কপি রাইট রেজেষ্টারী করা

"নাভিমধ্যে স্থিতং পদ্মং নালং তস্য দশাঙ্গুলম্। কোমলং তস্য তন্নালং নির্ম্মলঞ্চাপ্যধোমুখম্ ॥" শ্রুতিঃ।

শিব-উবাচ,—

এতৎপদ্মস্যোর্দ্ধদেশে মহাপদ্মং সুদুর্লভং।
দশপত্রং নীলবর্ণং সহস্রং ঘোররূপকং ॥
ডাদি ফান্তৈঃ সচন্দ্রৈশ্চ পঙ্কজাতিশোভনং।
তন্মধ্যে বীজকোষে চ নিবসতি বহ্নিবীজং ॥
নাম্নে তন্মণিপুরাখ্যং নবতপননিভং স্বস্তিকং।
স্বয়ে কোষমিদং দেবি সর্ব্বদেবপ্রপূজিতং ॥

রকারং বহ্নিবীজঞ্চ সদেবো মেষবাহনং।
রুদ্রালয়ং হি তত্রৈব মহামোহস্য নাশনং ॥
ভদ্রকালী মহাবিদ্যা বামভাগে সুশোভিতা।
ভদ্রকালী মহাবিদ্যা সদা সংহারকারিণী ॥
ব্রহ্মণা সৃজ্যতে লোকঃ পাল্যতে বিষ্ণুরূপিণা।
পদ্মে দেবো রুদ্ররূপঃ সদা সংহারকারকঃ।

সংহরেদ্রুদ্ররূপস্তু ভদ্রকালিকয়া সহ।
রুদ্রস্য ভাবনাদ্দেবি কিংনসিদ্ধ্যতি ভূতলে ॥
যদ্রূপং কথিতং পূর্ব্বং গোলোকং সর্ব্বমোহনং।
তস্মাদ্বৈ সর্ব্বতোভাবে রুদ্রলোকং চতুর্গুণং ॥
মহামোক্ষপ্রদং নিত্যং রুদ্রং ভস্মাঙ্গভূষণং।
ভদ্রকালী মহাবিদ্যা রুদ্রস্য বামদেশকে ॥

ততঃ কালীং মহাবিদ্যামনেনৈব মুরলীধরঃ।
আরাধ্য বহুযত্নেন বৈকুণ্ঠ স্বাধিপোঽভবেৎ ॥
গোলকাধিপতির্দ্দেবি স্তুতিভক্তিপরায়ণঃ।
কালীপাদপ্রসাদেন সভবেল্লোকপালকঃ।
লোকানাং রক্ষনার্থায় সর্ব্বকোমুরলীধরঃ।
সমারাধ্য ভদ্রকালীং গোলকে স্বপনং সদা ॥
প্রসাদং কালিকায়াশ্চ বিষ্ণুনা ভুজ্যতে সদা।
অতশ্চ পালকো বিষ্ণুর্ম্মহাসত্ত্বপরায়ণঃ ॥ "নির্ব্বাণতন্ত্র।"

রুদ্রাখ্যো যত্র সিদ্ধোঽস্তি সর্ব্বমঙ্গলদায়কঃ।
তত্রস্থা লাকিনী নাম্নী দেবী পরম ধার্ম্মিকা ॥
তস্যাং ধ্যানং সদা যোগী করোতি মণিপুরকে।
তস্য পাতাল সিদ্ধিঃ স্যান্নিরন্তরম সুখাবহা ॥

ঈপ্সিতঞ্চ ভবেল্লোকে দুঃখরোগবিনাশনম্।
কালস্য বঞ্চনঞ্চাপি পরদেহপ্রবেশনম্ ॥
জাম্বুনদাদিকরণং সিদ্ধানাং দর্শনং ভবেৎ।
ওষধি দর্শনঞ্চাপি নিধীনাং দর্শনং ভবেৎ ॥ "শিবসংহিতা।"

ধ্যায়েন্মেষাধিরূঢ়ং নবতপননিভং বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গং তৎক্রোড়ে রুদ্রমূর্ত্তির্নিবসতি সততং শুদ্ধসিন্দূররাগঃ ॥
ভস্মলিপ্তাঙ্গভূষাভরণ সিতবপু র্বৃদ্ধরূপী ত্রিনেত্রঃ লোকানা মিষ্টদাতাভয়লসিতকরঃ সৃষ্টিসংহারকারী ॥ "ষটচক্র।"

তস্যোর্দ্ধে নাভিমূলে দশদললসিতে পূর্ণমেঘপ্রকাশে নীলাম্ভোজপ্রকাশৈরুপহিতজঠরে ডাদিফান্তৈঃ সচন্দ্রৈঃ ॥
ধ্যায়েদ্বৈশ্বানরস্যারুণমিহিরসমং মণ্ডলং তত্ত্রিকোণং তদ্বাহ্যে স্বস্তিকাখ্যৈস্ত্রিভিরভিলসিতং তত্র বহ্নেঃ স্ববীজং ॥ "ষটচক্র।"

অত্রাস্তে লাকিনী সা সকলশুভকরী বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গী শ্যামা পীতাম্বরাদ্যৈর্বিবিধবিরচনালঙ্কৃতা মত্তচিত্তা ॥
ধ্যাত্বৈবং নাভিপদ্মং প্রভবতি সুতরাং সংহৃতৌ পালনেবা বানীতস্যাননাব্জে বিলসতি সততং জ্ঞানসন্দোহলক্ষ্মীঃ ॥ "ষটচক্র।"

নাভি মূলের সমসূত্রে মেরুদণ্ডের মজ্জা অভ্যন্তরে সুষুম্নায় এই মণিপুর পদ্ম বা স্বঃ লোক। ইহা সাম্যা অব্যক্তা পরা প্রকৃতির তেজস্তত্ত্ব। এই পদ্ম ডাদি ফান্ত দশাক্ষর শোভিত দশদলে নীলবর্ণে বিকসিত। তেজের গুণ রূপ। পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের দিব্যচিদ্বীর্য্য কণা প্রাণাত্মা, মায়াশ্রয়ে ব্যোম ও মরুৎ স্তর হইয়া তেজ তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইলে, দশ দিঙ্মণ্ডলে দশধা সঞ্চারিত থাকিয়া প্রাণাত্মাসহ, রূপ প্রকৃতির ঐ আদিম অবস্থাই অবিনশ্বর অক্ষর ব্রহ্ম সত্তা ডাদি ফান্ত দশাক্ষর অবলম্বনে সমষ্টি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে, বীজ মধ্যে বৃক্ষবৎ প্রসুপ্ত থাকেন। এইরূপ প্রকৃতি বা তেজস্তত্ত্বের শক্তি, ব্যষ্টি জীবদেহে নাভিমণ্ডল অবলম্বনে দশেন্দ্রিয় রূপে কার্য্যশীল হইতেছে। এই পদ্মের বীজ কোষে তেজ বীজ "রং" স্বস্তিকাখ্য ক্ষেত্র মধ্যে অবস্থিত। ঐ বীজ দেবতা মেষারূঢ় বৈশ্বানর, একহস্তে ত্রিভুবনস্থ লোক সকলের বাঞ্ছিত ফলদান ও অপর হস্তে অভয় এবং বরদান করিতেছেন। তাঁহার ক্রোড়ে রুদ্ররূপী মহাকালের আধিষ্ঠান। এই দেবতাদ্বয়ের বাম পার্শ্বে শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, পীতবাসে বিবিধাভরণ ভূষিতা লাকিনী বা ভদ্রকালীরূপা যোগিনী দেবী অধিষ্ঠিত আছেন। প্রাণাত্মার আশ্রয়ে স্থূল দেহাশ্রিত জীবাত্মা, স্বস্তিকাখ্য নিবৃত্তি ক্ষেত্রে, সংযমরূপা যোগিনী ভদ্রকালীর শক্তিতে, রূপ প্রকৃতি জয় করিতে পারিলেই তাহার ইন্দ্রিয় শক্তি স্থিতি লাভে, মৃত্যুরূপ মহাকাল তাহার ক্রোড়ীভূত হয়; অর্থাৎ মৃত্যু ইচ্ছাধীন হয়। আর প্রকৃতির রূপে বিমুগ্ধ জীবাত্মা, অজ্ঞানাচ্ছন্ন পশু-মেষের ন্যায় কামভোগ পরায়ণ হইলেও তাহার নাভিস্থিত ঐ বৈশ্বানর দেবতার আশ্রয়ে আশ্রিত থাকিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস রূপ ক্ষয় মার্গে জন্ম মৃত্যু আবর্ত্তে, নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে। ইহাই ঐ দেবতাবর্গের বিজ্ঞান রহস্য। এই মণিপুরাখ্য নাভিপদ্মে, বহ্নিবীজাত্মক বৈশ্বানর ও তৎ ক্রোড়াধিষ্ঠিত রুদ্ররূপী মহাকাল এবং যোগিনী দেবীকে ধ্যান করিলে, সেই ধ্যান ফলে সাধক সৃষ্টি, সংহার ও পালনে সমর্থ হয়েন। তাহার মুখপদ্মে সরস্বতী বিরাজমানা থাকেন। তাহাতে তিনি জ্ঞান সম্পত্তি লাভ করেন।

১নং সরকার লেনস্থ, বেঙ্গল আর্টষ্টুডিয়োর প্রোপ্রাইটর
ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর, এফ. আর. জি. এস.
মহোদয়ের সাহায্যে প্রকাশিত।

—যোগপ্রকাশ—

কপি রাইট রেজিষ্টারী করা

অনাহত বা

হৃদ্‌পদ্ম

শিবোবাচ,— "হৃদ্যাকাশে তদ্বিজ্ঞানমাকাশং তৎশুষিরমাকাশং তদ্বেদ্যং হৃদ্যাকাশং তস্মিন্নিদঞ্চ বিচরতি যস্মিন্নিদং সর্ব্বমোতং প্রোতম॥ "ব্রহ্মোপনিষৎ"

পদ্মমধ্যেবীজকোষেষটকোণমণ্ডলংশুভং।
মণ্ডলস্থমধ্যদেশে বায়ুবীজমনোহরং॥
সবীজংবায়ুবীজেন বেদবাহুবিরাজিতঃ।
লোকত্রয়স্থঈশানমীশ্বরংসর্ব্বপূজিতং॥

যা বিশ্বাভুবনেশানি ত্রিষুলোকেষুপূজিতা।
ঈশ্বরস্তবামভাগেসাদেবীপরিতিষ্ঠতি॥
মহর্ল্লোকমিদং ভদ্রে পূজাস্থানং সুরেশ্বরি।
তত্রৈব মানসং যোগং কুরুতে যোগবিন্নরঃ॥

অতশ্চঃ মানবঃ সর্ব্বে জ্যোতিষং পরিপশ্যতি।
তথৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ স্বর্গে তিষ্ঠন্তি পার্ব্বতি॥
গোলোকং কথিতং দেবি বজ্রপং শোভিতং সদা।
তস্মাচ্ছতগুণং দেবি মহর্ল্লোকং সুসুন্দরং॥ "নির্ব্বাণতন্ত্র"

তস্যোর্দ্ধে হৃদিপঙ্কজং সুললিতং
বন্ধুককান্ত্যুজ্জ্বলং,
কাদ্যৈর্দ্বাদশ বর্ণ কৈ রুপহিতং
সিন্দুর রাগাঙ্কিতৈঃ।
নাম্নানাহত সংজ্ঞকং সুরতরুং
বাঞ্ছাতিরিক্তপ্রদং,
বায়োর্মণ্ডল মত্র ধূম সদৃশং ষট্-
কোণ শোভান্বিতং॥ ১
তন্মধ্যেপরমক্ষরঞ্চ মধুরং
ধূমাবলী ধূসরং,

ধ্যায়েৎ পাণিচতুষ্টয়েন লসিতং
কৃষ্ণাধিরূঢ়ং পরং।
তন্মধ্যে করুণা নিধান মমলং
হংসাভ মীশাভিধং,
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিদধৎ
লোক ত্রয়াণামপি॥ ২
অত্রাস্তে খলু কাকিনী নব তড়িৎ-
পীতা ত্রিনেত্রা শুভা,
সর্ব্বালঙ্করণান্বিতা হিতকরী
যোগান্বিতানাং মুদা।

হস্তৈঃ পাশ কপাল শোভন বরান্
সংবিভ্রতী চাভয়ং,
মত্তাপূর্ণ সুধারসার্দ্র হৃদয়া
কঙ্কালমালাধরা॥ ৩
এতন্নীরজ কর্ণিকান্তর লসৎ
শক্তি স্ত্রিকোণাভিধা,
বিদ্যুৎ কোটি সমান কোমল বপুঃ
সাস্তে তদন্তর্গতা।
বাণাখ্যঃ শিব লিঙ্গ কোহপি কনকা—
কারাঙ্গ রাগোজ্জ্বলা,

মৌলৌ সূক্ষ্ম বিভেদ যুঙ্মণিরিব
প্রোল্লাস লক্ষ্যালয়ঃ॥ ৪
ধ্যায়েদ্ যো হৃদি পঙ্কজং সুরতরুং
সর্ব্বস্থ পীঠালয়ং,
দেবস্তানিল হীন দীপকলিকা
হংসেন সংশোভিতং।
ভানোর্মণ্ডল মণ্ডিতান্তর লসৎ
কিঞ্জল্ক শোভাকরং,
বাচামীশ্বর ঈশ্বরোপরি জগ-
দ্রক্ষা বিনাশ ক্ষমঃ॥ ৫

যোগীশো ভবতি প্রিয়াৎ প্রিয়তমঃ
কাণ্ডাকুলস্যানিশং,
জ্ঞানীশোঽপি কৃতী জিতেন্দ্রিয়
-গণ ধ্যানাবধানে ক্ষমঃ।
গদ্যৈঃ পদ্যপদাদিভিশ্চ সততং
কাব্যাম্বু ধারাবহঃ,
লক্ষ্মীরঞ্জন দৈবতঃ পরপুরে
শক্তঃ প্রবেষ্টুং ক্ষণাৎ॥ ৬

"ষট্‌চক্র।"

হৃদিস্থিতং পঙ্কজমষ্টপত্রং, সকর্ণিকং কেশরমধ্যনীলম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং মুনয়োবদন্তি,ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুংপুরুষংপুরাণম॥

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ" "গীতা"

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদাজনানাং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ।"
"হৃদিস্থা দেবতাঃ সর্ব্বাহৃদিপ্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ"

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

"হৃদিচৈতন্যে তিষ্ঠতি"। ইতি শ্রুতিঃ

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। "গীতা"।
"সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে।" "চণ্ডী"।

বক্ষস্থলের সমসূত্রে মেরুদণ্ডের মজ্জা মধ্যে অনাহত বা হৃদ্‌পদ্ম বা মহর্লোক। সাম্যা অব্যক্তা পরা প্রকৃতির, অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম মরুৎস্তর। এই পদ্ম, বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় রক্তাভ, হরিদ্বর্ণে দ্বাদশ দলে শোভিত, অর্থাৎ দশেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি এই দ্বাদশস্পর্শ-জ্ঞানাত্মক শক্তি সমন্বিতা। পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের, জীব ও জগদ্বীজ চিৎ-কণ-প্রাণ, যতকাল তাঁহার সহিত মিলিত হইতে না পারেন, ততকাল ব্রহ্মের, কাদিঠান্ত এই দ্বাদশ অক্ষর মিশ্র-বর্ণ-প্রকৃতি অবলম্বনে, এই সূক্ষ্মমরুৎ স্তরে প্রসুপ্ত থাকিয়া, স্থূল হইতে স্থূলতর জীব ও জগদ্রূপে পরিণত হইতে থাকেন। এই হৃদপদ্মকোষে সত্ত্ব প্রধান ত্রিগুণাত্মক ত্রিকোণ মধ্যে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণ বায়ু চক্র। ঐ চক্রমধ্যে বায়ু বীজ অক্ষর ব্রহ্ম "যং"। তাহার দেবতা শব্দাত্মক-স্পর্শ-মুগ্ধ-মৃগ। ঐ মৃগাধিরূঢ় ঈশনামক শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ শিব, অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক মুক্ত জীবাত্মা। তৎ ক্রোড়ে বাহু চতুষ্টয়ে পাশ, কপাল, খট্বাঙ্গ ও অভয় ধারিণী, সুধাপানমত্তা পীতবর্ণা অনুভূতী দেবী কাকিনী বা ভুবনেশ্বরীর অবস্থিতি। ইনিই জীবের বিষয় জ্ঞানের স্মৃতির (অনুভব) উদ্বোধক তাই গলে অস্থিমালা। ঐ ষট্‌কোণ ক্ষেত্রের ঊর্দ্ধে জ্ঞান-বৈরাগ্যদেবতা, অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিত দ্বিভুজ বাণাখ্য শিব-লিঙ্গ। ইহাকেই হৃদয়-গ্রন্থী বলে। এইগ্রন্থী ভেদ করিতে পারিলে, অর্থাৎ জ্ঞান-বৈরাগ্যের বলে প্রাণ চৈতন্যের ধর্ম্মে, শ্রীভগবানে বা আপনাপন ইষ্টে ভক্তি অর্থাৎ অনুরাগ ভরে একান্ত শরণ লইলেই এই হৃৎগ্রন্থী ভেদ হয়। ঐ গ্রন্থী বা জ্ঞান সত্তার উপরই অবিদ্যাবরণ বা তোমার আত্মার ত্রিপুটীশৃঙ্খল। এই অবিদ্যা বা ত্রিপুটীর অন্তরালেই অষ্টসখী বা অষ্টনায়িকা বেষ্টিত ঐ গুপ্ত অষ্টদলপদ্ম। ইহাকেই হৃদ্-পুণ্ডরীক বা হৃদ্‌গুহা বলে। ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব-এই গুহামধ্যেই নিহিত। ঐ অষ্টনায়িকার বা অষ্টসখীর সাহায্যে জীবাত্মা ঐ হৃদ্‌গুহায় প্রবিষ্ট হইলে, ঐ হংস ভাব বা অবস্থা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ হংসাখ্য শ্বাস প্রশ্বাস শ্রীগুরু কৃপা-লব্ধ শক্তি সঞ্চার রূপ ক্রিয়াশক্তির বলে, ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তিকে লইয়া, মেরুমধ্যে পরাক্ষেত্র সুষুম্নায় প্রবিষ্ট হয়। অর্থাৎ গুরুশাস্ত্র প্রদত্ত মন্ত্র গায়ত্র্যাদির অবলম্বনে, উল্লিখিত ভাবে হৃদয় গুহায় প্রবেশ লাভ করে। ঐ স্থানে কল্পতরু মূলে মণিপীঠোপরি অঙ্গুষ্ঠ প্রমিত দীপ কলিকাকার প্রজ্ঞাত্মাপ্রাণ চৈতন্যে তন্ময় হইয়া তাঁহারি চিজ্জ্যোতি ধর্ম্মের দিব্য দৃষ্টিতে, সাধক, শ্রীভগবান্ বা আপনাপন অভিমত ইষ্টের দর্শনে কৃত কৃতা হন। শ্রীগুরু প্রদত্ত শক্তিসঞ্চারের বলে এই হৃদপদ্মে যে পরিমাণে তুমি ধ্যাননিষ্ঠ হইতে পারিবে, তোমার অত্র (চিজ্জ্যোতি) সেই পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, তোমাতে প্রাকৃতিক প্রিয়দর্শনতা, জ্ঞানীগণাগ্রগণ্য, জিতেন্দ্রিয়তা, দূরদর্শিতা, দূরগ্রাহিতা ও লক্ষ্মীর অযাচিতকৃপাশ্রয়তা প্রভৃতি সূক্ষ্মশরীরাবলম্বনে পরকায় প্রবেশাধিকারে পর্য্যন্ত প্রকাশ করিবে।

বেঙ্গল আর্টষ্টুডিয়োর প্রোপ্রাইটর
স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর, এফ. আর. জি. এস.
মহোদয়ের সাহায্যে প্রকাশিত।

যোগপ্রকাশ

রেজেষ্টারী করা।

কণ্ঠস্থানস্থিতংপদ্মং বিশুদ্ধংনাম পঙ্কজম্। ধূম্রবর্ণং স্বরোপেতং ষোড়শচ্ছদশোভিতম্ ॥

গোলকস্য লক্ষগুণমিহ স্থানং সুদুর্লভং।
বীজকোষে মণিদীপে ষট্‌কোণং যন্ত্রমুত্তমং ॥
যন্ত্র মধ্যে চ দুর্গতং মহা সিংহার্দ্ধ দেহকং।
তদোপরি মহাগৌরী দক্ষভাগে সদা শিবং ॥
ত্রিনেত্রঃ পঞ্চ বক্তু শ্চ প্রতি বক্তে, ত্রিলোচনং।
বিভূতি ভূষিতাঙ্গশ্চ রজতাদ্রি মহোদরঃ ॥

ব্যাঘ্রচর্ম্মধরো দেবোঽহিনাদিবিভূষিতঃ।
লোকানামিষ্টদাতা চ লোকানাং ভয়নাশনঃ ॥
লোকানাং মুক্তি জনকো লোকানাং মুক্তি দায়কঃ।
সদানন্দকরো দেবশ্চান্দ্রিনাথীবরোবিভুঃ ॥
কচিৎ জ্যোতির্ম্ময়োদেবঃ কচিদাকারবর্জ্জিত।
দেবানাং পূজ্যরূপশ্চ দেবানাং অধিরূপকঃ।

ভক্তস্য মুক্তিদোনিত্যং বিঘ্ননায়কঃ প্রভুঃ।
বিঘ্নপটৈঃ পূজকস্য নিজদায়ুজ্যদায়কঃ ॥
গোলকাধিপতিং কান্তং ভক্তং রক্ষতি যং শিবঃ।
তদা দেবস্য মাহাত্ম্যং বিস্তরেণ চ চণ্ডিকে ॥
যা গৌরী লোক মাতা চ ব্রহ্মাণ্ডস্য স্বরূপিণী।
ত্রিগুণা সা মহাদেবী গুণৈস্তেন শিবাঙ্কভূৎ ॥
"নির্ব্বাণতন্ত্র।"

...সিজ মমলং
...ভাসং স্বরৈঃ ;
...শোণৈন্দ্রপরিলসিতৈ
...দীপিতং দীপ্ত বুদ্ধেঃ।
সমাপ্তে পূর্ণেন্দুঃ প্রোথিততম নভো
মণ্ডলং বৃত্তরূপং ;
হিমচ্ছায়ানাগোপরি লসিততনোঃ
শুক্ল বর্ণাম্বরস্য ॥

ভুজৈঃ পাশাভীত্যঙ্কুশবর লসিতৈঃ
শোভিতাঙ্গস্য তস্য ;
মনোরঙ্কে নিত্যং নিবসতি গিরিজা
ভিন্ন দেহো হিমাভঃ।
ত্রিনেত্রঃ পঞ্চাস্যো লসিতদশভুজো
ব্যাঘ্র চর্ম্মাম্বরাঢ্যঃ ;
সদা পূর্ব্বোদেবঃ শিব ইতি সমা-
খ্যান সিদ্ধঃ প্রসিদ্ধঃ ॥

সুধাসিন্ধোঃ শুদ্ধা নিবসতি কমলে
শাকিনী পীতবস্ত্রা,
শরশ্চাপং পাশং সৃণিমপি দধতী
হস্তপদ্মৈশ্চতুর্ভিঃ।
সুধাংশোঃ সম্পূর্ণং শশপরিরহিতং
মণ্ডলং কর্ণিকায়াং,
মহা মোক্ষদ্বারং শ্রিয়মভিমত
শীল শুদ্ধেন্দ্রিয়স্য ॥

ইহস্থানে চিত্তং বিমল মধিনিধা-
য়াত্তসংপূর্ণ যোগঃ,
কবির্বাগ্মী জ্ঞানী স ভবতি নিতরাং
সাধকঃ শান্তচেতাঃ।
ত্রিলোকানাং দর্শী সকল হিতকরো
রোগশোকপ্রমুক্তঃ,
চিরঞ্জীবী ভোগী নিরবধি বিপদাং
ধ্বংসহংসপ্রকাশঃ ॥ "ষটচক্র।"

ইহস্থানে মনো যস্য দৈবাদযাতি লয়ং সদা। তদা বাহ্যং পরিত্যজ্য স্বান্তরে রমতে ধ্রুবম্ ॥
তস্য ন ক্ষতি মায়াতি স্ব শরীরস্য শক্তিতঃ। সংবৎসর সহস্রেঽপি বজ্রাতিকঠিনস্য বৈ ॥ "শিব সংহিতা"

ইহস্থানে চিত্তং নিরবধি নিধায়তু পবনো, যদি ক্রুদ্ধো যোগী চলয়তি সমস্তং ত্রিভুবনং। নচ ব্রহ্মা বিষ্ণুর্নচ হরি হরো নৈব খমনি, তদীয়ং সামর্থ্যং শময়িতুমলংনাপিগনপঃ ॥ "ষটচক্র।"

কণ্ঠস্থলের সমসূত্রে মেরুদণ্ডের মজ্জামধ্যে এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম বা জন লোক, এই স্থানে অব্যক্তাপরা প্রকৃতির ব্যোমতত্ত্ব কার্য্যশীল। ব্যোমতত্ত্বে অন্ত তত্ত্বচতুষ্টয়ের সংস্রব অভাবে নির্ম্মলত্ব বিধায় বিশুদ্ধাখ্য নামে অভিহিত। এই পদ্ম অত্যুজ্জ্বল ধূম্রবর্ণে ষোড়শদলে শোভিত। শ্রীভগবানের চিদ্বীর্য্য প্রাণচৈতন্য মায়া প্রকৃতির আশ্রয়ে ব্যোমতত্ত্বে আসিলে, ঐ ব্যোমর আশ্রয়ে অপর তত্ত্বচতুয়ের সম্মীলনে পঞ্চীকৃত হইয়া, আকাশ, অনিল, অনল, সলিল ও পৃথিবী নামে পঞ্চভূত পদার্থে পরিণত হয়, তখন প্রকৃতির ত্রিগুণ, পঞ্চভূত পদার্থে ক্রিয়াশীল হয়, তখন ঐ ত্রিগুণীকৃত পঞ্চভূত, পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্বাত্মক প্রাণের সত্তায় প্রকাশিত হইয়া পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব প্রকাশিত করে। তাই এই পদ্ম ষোড়শদলে ষোড়শ স্বরবর্ণ অক্ষর ব্রহ্ম সত্তায় বিকশিত। এই পদ্মের বীজ কোষ মোহান্ধকার বিধ্বংসী চন্দ্রমণ্ডলে বেষ্টিত। তন্মধ্যে ব্যোমবীজ "হং" অধিষ্ঠিত, তাহার দেবতা শুক্লবর্ণ হস্তিপৃষ্ঠে পঞ্চবক্ত্রে ত্রিলোচন দশভুজ হর তাহার ক্রোড়ে গৌরী তদ্বামে চতুর্ভুজে পীতবর্ণা শাকিনী নাম্নী যোগিনী ধনু, বাণ, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়া আছেন। ত্রিগুণাত্মক জীব ও জগৎ সহ দশদিক বিস্তৃত পঞ্চভূত, ব্যোমতত্ত্বে বিলয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া, সংহার মূর্ত্তি হর দশভূজে, পঞ্চমুখে ত্রিনয়ন। মোহের প্রবলতায় পঞ্চত্ব বা মৃত্যু সংঘটন হয় বলিয়া হর হস্তি সমারূঢ়। শ্রীগুরু কৃপালব্ধ শক্তি সঞ্চারে সাধক অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে শ্রীভগবানের জ্ঞান ও ভক্তি সম্পন্ন হইলে অজ্ঞান বিনাশেই ঐ জ্ঞান ভক্তিলাভ করেন। তাই জ্ঞান যোগিনী ধনু বান পাশ অঙ্কুশ হস্তে, ভক্তিদেবী গৌরীর পার্শ্বে অবস্থিত। যে সাধক শ্রীগুরু কৃপালব্ধ শক্তি সঞ্চারের বলে এই বিশুদ্ধ পদ্মে, মন সহ জীবনীশক্তি ও প্রাণ ধ্যান বলে স্থির রাখিতে পারেন, তাহার ক্রোধে ত্রিভুবন বিচলিত হয়, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সূর্য্য এবং গণপতিও তাহাকে নিবারণ করিতে পারেন না, এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের ধ্যান ফলে সাধক উত্তম কবিত্ব শক্তি এবং বক্তৃতা শক্তি লাভ করেন, সর্ব্বদা শান্তচিত্ত, সকলের হিতকারী, রোগশোক বর্জ্জিত এবং চিরজীবি হইয়া, জ্ঞান শক্তি বলে ত্রিলোক দর্শনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

১নং সরকার লেনস্থ, বেঙ্গল আর্টষ্টুডিয়োর প্রোপ্রাইটর
স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ধর, এফ. আর. জি. এস
মহোদয়ের সাহায্যে প্রকাশিত।

যোগপ্রকাশ

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at Sri Aurobindo Library, Pondicherry

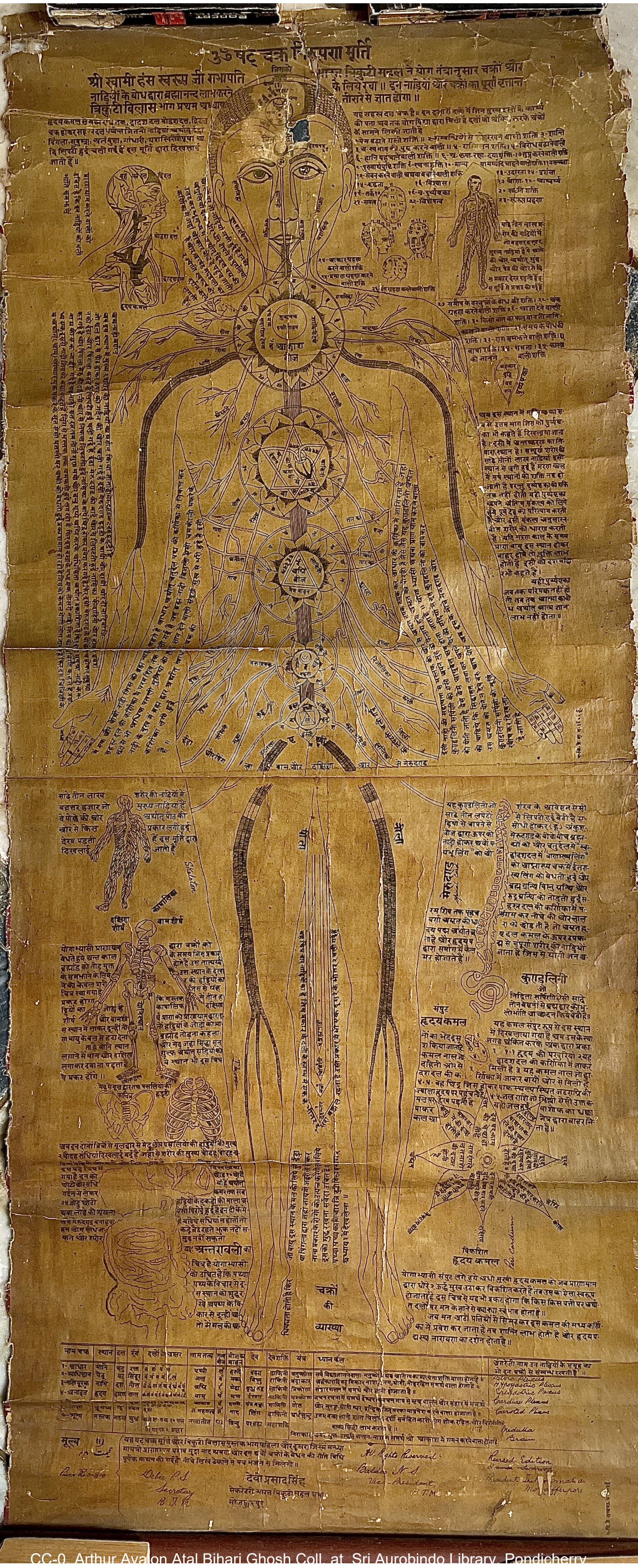

CC-0. Arthur Avalon Atal Bihari Ghosh Coll. at. Sri Aurobindo Library, Pondicherry

श्री स्वामी हंस स्वरूप जी सभापति
त्रिकुटी मन्डल ने योग तंत्रानुसार चक्रों और
नाड़ियों के बोधद्वारा ब्रह्मानन्द लाभकरने के लिये रचा ॥ इन नाड़ियों और चक्रों का पूरा वृत्तान्त
त्रिकुटी विलास भाग प्रथम अध्याय तीसरे से ज्ञात होगा ॥
यह सहस्र दल चक्र है॥
बाम और दक्षिण ओर से मेरुदण्ड

चक्रों की व्याख्या

योगाभ्यासी संपुट लगे हुये अधो मुखी हृदय कमल को जब प्राणायाम द्वारा धीरे २ ऊर्द्ध मुख उठाकर विकशित करते हैं तब उस का ऐसा स्वरूप होजाता है इस चित्र से यह भी प्रकट होगा कि किस किस पत्ती पर अर्थात दलों पर मन के जाने से क्या क्या स्वभाव होता है ॥

जब मन आठों पत्तियों से सिमट कर इस कमल की मध्य कर्णिका में प्रवेश कर जाता है तब शान्ति लाभ होती है और हृदयपद्मस्थ नारायण का दर्शन होता है ॥

नाम चक्र	स्थान	दल	रंग	दलों के अक्षर	नाम तत्व	तत्व बीज	बीज का बाहन	देव	देवशक्ति	यंत्र	ध्यान फल	अंगरेज़ी नाम उन नाड़ियों के समूह का जो इन चक्रों से संम्बन्ध रखती हैं ॥
१-आधार	योनि	चतु	रक्त	वं शं षं सं	पृथ्वी	लं	हस्ती	ब्रह्मा	डाकिनी	चतुष्कोण	सर्व विद्या जानने वाला, मनुष्यों में श्रेष्ठ आरोग्य काव्य रचना शक्ति वाला होता है ॥	Pelvic Plexus
२-स्वाधिष्ठान	पेडू	षट	सिंदूर	बं भं मं यं रं लं	जल	वं	मकर	बिसु	राकिनी	चंद्राकार	अहंकारादि षट् विकार नाश, उत्तम, योगी, मोहरहित समर्थ वाला होता है ॥	Hypogastric Plexus
३-मणिपूरक	नाभि	दश	नील	डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं	अग्नि	रं	मेढा	वृध्द रुद्र	लाकिनी	त्रिकोण	संहार पालन में समर्थ और ज्ञानी होजाता है ॥	Epigastric Plexus
४-अनाहत	हृदय	द्वादश	लाल	कं खं गं घं ङं चं छं जं झं ञं टं ठं	वायु	यं	मृग	ईशान	काकिनी	षट्कोण	वचन रचना में समर्थ ईश्वर [illegible] मात्र से सब पालन और संहार में समर्थ	Cardiac Plexus
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	आकाश	हं	हस्ती	पंचवक्त्र	शाकिनी	गोल	और सुन्दर योगी प्वर इन्द्रिय जित परका माप्रवेश करने वाला होजाता है ॥	Carotid Plexus
[illegible]	भ्रूमध्य	द्वि	श्वेत	हं क्षं	ओं महतत्व	ओं	नाद	लिंग	हाकिनी	अर्धचन्द्र	उत्तम वक्ता ज्ञानी शांत त्रिलोकदर्शी सर्वहितकारी रोग शोक रहित और चिरंजीवी वाक्य सिद्धी लाभ करता है ॥	Medulla
७-शून्य	मस्तक	सहस्र	शुभ्र	अ से क्ष तक २० पत्तों पर एक २ अक्षर	तत्वातीत	(:)	बिन्दु	परब्रह्म	महाशक्ति	निराकार	अमर मुक्त उत्पत्ति पालन नाश में समर्थ और आकाश में गमन करने वाला होता है	Brain

मूल्य ।) कीमत ।)

Price Rs 0-8-0

यह षट् चक्र मूर्त्ति और त्रिकुटी बिलास पुस्तक भाग पहिला और दूसरा जिसमें सन्ध्या गायत्री प्राणायाम प्रणव मुद्रा नाद श्रवण और इन छवों चक्रों के बेधने की रीति विधि पूर्वक कथन की गई है नीचे लिखे ठेकाने से पत्र भेजने से मिलेगी ॥

All Rights Reserved.

Revised Edition

Debee P.S.
Secretary
B.T.M.

देवी प्रसाद सिंह
सेक्रेटरी भारत त्रिकुटी महल सभा
मोज़फ़्फ़रपुर

Baldeo N.S.
Vice-President,
B.T.M.

Sri Hansa Swaroop
President Trikutimahal
Mozafferpore